দৈনিক বাংলা
224
12/5/80

পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনি — দৈনিক বাংলা

৩৬ জন ক্ষুদে বিজ্ঞানী পুরস্কার পেল

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডঃ আর এ গনী দেশ থেকে দারিদ্র অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ চর্চার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে তৃতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উৎযাপনের মধ্য দিয়ে দেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা অনেক বিজ্ঞানমুখী প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এ সম্পদ আহরণের জন্য দরকার কারিগরি জ্ঞান বিকাশের। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চার যেমন প্রয়োজন উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ প্রয়োগেরও

(৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পুরস্কার পেল

(১-এর পৃঃ পর)

ঠিক তেমনি দরকার। আর তাই তরুণ কিশোর বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের জন্য প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

যারা পুরস্কার পেল

তৃতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহে আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় সারা দেশের মোট ৬৩০ জন কিশোর-তরুণ বিজ্ঞানী অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিল কিশোরী। তাদের তৈরি প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৫২৫টি। এর মধ্যে ১৫০টি ছিল উদ্ভাবনীমূলক।

গতকাল এসব প্রকল্প উদ্ভাবক ও ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মোট ৯টি বিভাগে ৩৬ জনকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকারী হিসাবে পুরস্কার দেয়া হয়।

উদ্ভাবনী গ্রুপের ছোটদের পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে মাদারীপুরের ক্ষুদে বিজ্ঞানী আবুল কালাম আজাদ। সে যান্ত্রিক সেচ প্রকল্পের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। গত বছরও সে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

সে জানালো, হাতের ঘড়িতে এক মিনিট চাবি দিয়ে ২৪ ঘন্টা চালানো হয়। এই হিসাবের ভিত্তিতেই সে তেল বা বিদ্যুৎ ছাড়া শুধুমাত্র যন্ত্রে চালিত পাওয়ার পাম্প তৈরি করেছে।

বান্দরবন থেকে আগত কিশোর মজিবুর রশিদ 'চারা ফুটাবার যন্ত্রের' আবিস্কারের জন্য পুরস্কার পেয়েছে। সে জানালো, সে গাছ লাগাতে ভালবাসে। কিন্তু অতি বর্ষায় একবার তার লাগানো সব বীজ নষ্ট হয়ে যায়। তখন থেকেই আবহাওয়া, উত্তাপ, মাটির প্রকারভেদ এবং পরিবেশের হিসাব করেই সে 'চারা ফুটানো যন্ত্র' তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে এই যন্ত্রে সে চারা তৈরি করেছে বলে জানালো। যশোরের তরুণ বিজ্ঞানী আনন্দ কুমার বন্দ কলাগাছ থেকে হার্ডবোর্ড তৈরির ফরমুলা আবিষ্কার করেছে। সে জানালো দেশে পাওয়া যায় কমদামী এক ধরনের আঠার সাহায্যে সে এই হার্ডবোর্ড তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল পুরস্কার পাওয়া অনেক কাঁচ মুখ। কাগজ এবং বাঁশের তৈরি থার্মোফ্লাস্ক, স্বয়ংক্রিয় ধানকাটা মেশিন, সাকার মেশিন, হাইড্রোমিটার রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ, ইলেকট্রিক মাইক্রোসকোপ, এয়ারকুলার প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের সাথে ছিল কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া পরিমাপক যন্ত্রকে এবং এ ধরনের আরো অনেক কিছু।

উল্লেখ্য, গত ২৭ থেকে ৩০শে এপ্রিল সারা দেশে মোট ৭৫টি কেন্দ্রে বিজ্ঞান সপ্তাহ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ও মেলা আজও চালু থাকবে বলে জানান হয়েছে।